



163948 - "আমিতার করণ হয়ে যাই" এই হাদিসটি বুঝার ক্ষেত্রে সলফে সালহীনরে অনুসৃত পদ্ধতি এবং এ বিষয়ে ইত্তহাদিয়া সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভিঙগরি অপনোদন।

প্রশ্ন

আল্লাহ তাআলা হাদিসে কুদসতিে বলছেন- "যখন আমি তাকে (বান্দাকে) ভালবাসি তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যে কান দিয়ে সে শুনবে। আমি তার চোখ হয়ে যাই, যে চোখ দিয়ে সে দেখবে। আমি তার হাত হয়ে যাই, যে হাত দিয়ে সে ধরবে। আমি তার পা হয়ে যাই, যে পা দিয়ে সে হাঁটবে।" এমতাবস্থায় আমরা স্রষ্টি ও সৃষ্টি একই সত্তা এই মতাদর্শ এবং আল্লাহর গুণাবলী সম্বলতি আয়াতসমূহের ব্যাপারে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসৃত পদ্ধতির মাঝে কভিবে সমন্বয় করব? আশা করি আপনারা বিষয়টি বিস্তারতিভাবে আলোচনা করবেন; আল্লাহ আপনাদের সম্মান বৃদ্ধি করুন। কারণ আল্লাহর গুণাবলীকে অস্বীকারকারী সম্প্রদায় আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে সলফে সালহীনদের অনুসৃত পদ্ধতিকে এই বলে প্রশ্নবদ্ধিধ করেন যে, আমরা যদি আল্লাহর গুণাবলী সম্বলতি আয়াত ও হাদিসকে মূল অর্থে গ্রহণ করি এতে করে স্রষ্টি ও সৃষ্টি এক সত্তা- এ দৃষ্টিভিঙগি অনবির্ঘ্য হয়ে যায়।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আল্লাহর গুণাবলীর ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের দৃষ্টিভিঙগি হলো- কুরআন ও হাদিসে দলীল ছাড়া আল্লাহর জন্য কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করা যাবে না। কুরআন ও হাদিসে আল্লাহর যসেব গুণের উল্লেখ রয়েছে তাঁর জন্য শুধু সে গুণগুলো সাব্যস্ত করত হবে এবং কোন মাখলুকের সাথে আল্লাহর গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যতাকে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করত হবে। যহেতে আল্লাহ নজিহে বলছেন- **لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ** অর্থ- "তাঁর মত কিছুই নাই।" এটি মুমাচ্ছলি (সাদৃশ্যবাদী) সম্প্রদায়ের মতাদর্শের বপিক্ষে দলীল। কোন কোন আলমে এদেরকে মুশাব্বহি (উপমাবাদী) বলে আখ্যায়তি করে থাকেন। এ আয়াতের পরবর্তী অংশ হচ্ছে- **وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ** অর্থ- "তিনি হচ্ছে সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" [সূরা শুরা, আয়াত: ১১] এ অংশে মুআত্তলি (নিরাকারবাদী) মতাদর্শের বপিক্ষে দলীল রয়েছে। যারা বিশ্বাস করেন যে, নামের মধ্যে সাদৃশ্য থাকা অসত্তিবরে মধ্যও সাদৃশ্য থাকাকে অনবির্ঘ্য করে।

আমরা 155206 নং প্রশ্নের জবাবে আল্লাহর নাম ও গুণাবলী বিষয়ক কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতমালা উল্লেখ করছি। আপনাসি

নীতিগুলি পড়ে নতি পান। 34630 নং প্রশ্নের জবাবে আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রতি ঈমান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে পরহিয়ারোগ্য তাহরফি (গুণকে বর্জিত করা), তা'লি (গুণকে অস্বীকার করা), তামছলি (মাখলুককে গুণের সাথে সাদৃশ্য দান) ও তাকয়ফি (গুণ বা বৈশিষ্ট্যের অবয়ব নির্ধারণ করা) এ চারটি বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে। যে বা যারা এ চারটি নিষিদ্ধ বিষয়ে লিপ্ত হবেন তিনি আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রতি যত্নে ঈমান আনা ওয়াজবি সত্তাবে ঈমান আনেননি। শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) তাঁর লিখিত আল-কাওয়ায়েদ আল-মুছলা ফি সফাতিল্লাহি ওয়া আসমাইহি হুসনা গ্রন্থে এ সংক্রান্ত বেশকিছু বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। বইটি নমিনোক্ত লঙ্কায় পাওয়া যাবে। এছাড়া শাইখ আলাব বিন আব্দুল কাদরে আল-সাক্কাত (হঃ) তাঁর লিখিত সফাতুল্লাহি আযযা ওয়া জাল্ল ফলি কতিব ওয়াস সুন্নাহ নামক কতিব আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কিত একশত নীতি উল্লেখ করেছেন।

দুই:

প্রশ্নকারী যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তা আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস। তিনি বলেন: রাসূল (সাঃ) বলছেন: "আল্লাহ তাআলা বলেন- যে ব্যক্তি আমার কোন ওলি সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমি তার বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করি। আমার বান্দার প্রতি যা ফরয করছি তা দ্বারাই সে আমার অধিক নৈকট্য লাভ করে। আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমেও আমার নৈকট্য হাছল করতে থাকে। অবশ্যে আমি তাকে ভালবাসে ফলে। যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার করণ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনবে। আমি তার চক্ষু হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখবে। আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরবে। আমি তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলাফেরা করে। সে আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে, আমি তাকে তা দেই। সে যদি আমার নিকট আশ্রয় চায়, তাহলে আমি তাকে আশ্রয় দেই। [সহীহ বুখারী, হাদিস নং- ৬১৩৭] এখানে আমরা একটা বিষয়ে প্রশ্নকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেটা হলো এই হাদিস দিয়ে হুলুলিয়া সম্প্রদায় তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের পক্ষে দলীল দিয়ে থাকে; ইতিহাদিয়া সম্প্রদায় নয়। ইতিহাদ ও হুলুল এর মধ্যে পার্থক্য জানার জন্য 147639 নং প্রশ্নের জবাব দেখুন। হুলুলিয়াগণ বলেন যে, এই হাদিসটি প্রমাণ করে যে - সৃষ্টি ও সৃষ্টি একই সত্তা। যখন বান্দা ফরয ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাছল করে নেয় তখন আব্দ নজিহে মাবুদ হয়ে যায় (আল্লাহ ক্রমা করেন)। আব্দ নজিহে আল্লাহর করণ দিয়ে শুনবে, আল্লাহর চক্ষু দিয়ে দেখবে। অর্থাৎ খালকে ও মাখলুক একীভূত হয়ে এক জনিসি পরিণত হয়ে যায়। এ ধরনের বিশ্বাস নাসিন্দহে ইসলাম বনিষ্টকারী কুফর বিশ্বাস। যে হাদিসটি দিয়ে তারা দলীল দিচ্ছেন খোদা সে হাদিসই তাদের বিপর্যয়ে দলীল। যেহেতু সে হাদিসে খালকে ও মাখলুক এর দুইটি সত্তা সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং উভয় সত্তার মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। আবদে ও মাবুদের দুইটি সত্তা সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং উভয় সত্তার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে। মুহবিব ও মাহবুবের দুইটি সত্তা সাব্যস্ত করা হয়েছে। প্রার্থনাকারী ও সাড়া দানকারীর দুইটি সত্তা সাব্যস্ত করা হয়েছে। হাদিসের মধ্যে এমন দলীল পাওয়া যায় না- যা প্রমাণ করে যে, তারা উভয়ে একই সত্তার অধিকারী।

ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন: ইত্তহিদপন্থী নাস্তকিগণ তাদের মতাদর্শের পক্ষে এই দলীল উল্লেখ করেন যে, আমি তার করণ, আমি তার চক্ষু, আমি তার হাত, আমি তার পা।" প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি দিক হতে হাদিসটি তাদের বপিক্ষে দলীল: হাদিসে বলা হয়েছে- "যে ব্যক্তি আমার কোন ওলি সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিই।" অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা শত্রুও সাব্যস্ত করছেন, ওলি (বন্ধু)ও সাব্যস্ত করছেন। তিনি নিজের জন্য এটাও সাব্যস্ত করছেন, ওটাও সাব্যস্ত করছেন।

অনুরূপভাবে হাদিসে এসেছে- "আমি যা ফরয করছি সটোর মত অন্যকিছু দিয়ে বান্দা আমার নকৈট্য হাছল করতে না।" অর্থাৎ আল্লাহর নকৈট্য প্রাপ্ত বান্দা ও বিভিন্ন ইবাদত ফরযকারী প্রতাপিলক সাব্যস্ত করা হয়েছে। হাদিসে আরো এসেছে- "আমার বান্দা উপর্যুপরি নিফল ইবাদত করতে থাকে। এক পর্যায়ে আমি তাকে ভালবাসি।" অর্থাৎ 'নকৈট্য লাভকারী ও যার নকৈট্য লাভ করা হয়' সাব্যস্ত করা হয়েছে। মুহবিব ও মাহবুব সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ দলীলগুলো তাদের একক অস্তিত্বের মতাদর্শকে অপনোদন করে দেয়। হাদিসে আরো এসেছে- "আমি তাকে ভালবাসতে থাকি। একপর্যায়ে আমি তার করণ হয়ে যায়, যে কান দিয়ে সে শুনবে। আমি তার চক্ষু হয়ে যায়, যে চক্ষু দিয়ে সে দেখবে।" অর্থাৎ আল্লাহর ভালবাসা প্রাপ্তির পর বান্দার জন্য এ বিষয়গুলো সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু ইত্তহিদিয়াদের মতে আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার পরের অবস্থা ও আগের অবস্থা অভিন্ন। [মাজমু' ফাওয়া (২/৩৭১, ৩৭২)]

ইবনে তাইমিয়া আরো বলেন: হাদিসের পরের অংশে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَلَيْنَ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَيْنَ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيْذَنَّهُ

অর্থ- "যদি সে আমার নকিট কোন কিছু প্রার্থনা করে আমি তাকে সটো দান করি। যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায় আমি তাকে আশ্রয় দান করি।" এখানে প্রার্থনাকারী ও প্রার্থনাগ্রহণকারীর আলাদা সত্তা সাব্যস্ত করা হয়েছে। আশ্রয়প্রার্থী ও আশ্রয়প্রদানকারীর আলাদা সত্তা সাব্যস্ত করা হয়েছে। বান্দাকে আশ্রয়প্রার্থী সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর প্রতাপিলককে আশ্রয়প্রদানকারী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এই হাদিসে মহান কিছু উদ্দেশ্যের সন্নিবেশ ঘটছে। [মাজমু'ল ফাতাওয়া ১৭/১৩৪]

ইবনে হাজার (রহঃ) এই হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: এই হাদিসটির অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে কয়েকটি দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে। তবে যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দেখা হোক না কেন এই হাদিসে ইত্তহোদিয়া বা ওয়াহদাতুল ওজুদ (একক অস্তিত্ববাদ) মতাদর্শীদের পক্ষে কোন দলীল নাই। যহেতু হাদিসের পরের অংশে এসেছে- "যদি বান্দা আমার কাছে প্রার্থনা করে, যদি বান্দা আমার কাছে আশ্রয় চায়।" অর্থাৎ হাদিসে এ অংশটি ইত্তহিদিয়া ও ওয়াহদাতুল ওজুদ মতাদর্শীদের বপিক্ষে সুস্পষ্ট দলীল। [ফাতহুল বারী ১১/৩৪৫]

ইমাম শাওকানী (রহঃ) ইবনে হাজার (রহঃ) এর এ উক্তটি উদ্ধৃত করার পর বলেন: তিনি বাতলিপন্থীদের দলীল খণ্ডন করতে

গিয়ে হাদসিরে যে অংশটি উদ্ধৃত করছেন (যদি আমার কাছে প্রার্থনা করে, যদি আমার কাছে আশ্রয়প্রার্থী হয়) এর ব্যাখ্যা হলো এই যে, হাদসিরে এ অংশটি প্রার্থনাকারী ও প্রার্থনাগ্রহণকারীর আলাদা অস্তিত্ব সাব্যস্ত করে এবং আশ্রয়প্রার্থী ও আশ্রয়দাতার আলাদা অস্তিত্ব সাব্যস্ত করে। সম্ভবতঃ তিনি হাদসিটি নিয়ে যথোপযুক্ত চিন্তাভাবনা করেননি। যদি করতেন তাহলে তিনি শুধু প্রার্থনা ও আশ্রয়প্রার্থনার কথা উল্লেখ করতেন না। কারণ গোটো হাদসিটি তাদের বরিদ্ধে দলীল। হাদসিরে বাণী: "যে ব্যক্তি আমার কোন ওলির সাথে শত্রুতা পোষণ করে।" এ অংশটি শত্রু, বপিক্ষ শত্রু ও শত্রুতার কারণে অস্তিত্ব সাব্যস্ত করে। অনুরূপভাবে বন্ধুত্বপোষণকারী ও বন্ধুত্বগ্রহণকারীর অস্তিত্ব সাব্যস্ত করে। অনুরূপভাবে যুদ্ধঘোষণাকারী ও যার বরিদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় উভয়ের অস্তিত্ব সাব্যস্ত করে। যুদ্ধকারী ও যার বরিদ্ধে যুদ্ধ করা হয় উভয়ের অস্তিত্ব সাব্যস্ত করে। নকৈট্যলাভকারী ও নকৈট্যপ্রদানকারীর অস্তিত্ব সাব্যস্ত করে। বান্দা ও মাবুদরে অস্তিত্ব সাব্যস্ত করে। মুহবিব ও মাহবুবরে অস্তিত্ব সাব্যস্ত করে। এভাবে হাদসিরে শেষে পর্যন্ত। গোটো হাদসিটি ইততহোদয়ী সম্প্রদায়ের মতাদর্শের বপিক্ষে দলীল। কিন্তু তারা তা অনুধাবন করতে চায় না। বরঞ্চ আরো পরিস্কারভাবে হাদসি এসেছে- "মুমনির আত্মা কবজের ক্ষেত্রে আম যিতবশী দ্বিধাগ্রস্ত হই অন্য কোন বিষয়ে আমি সরকম দ্বিধাগ্রস্ত হই না।" এই হাদসি- দ্বিধাগ্রস্ত ও যার ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্ত দুইটি সত্যের অস্তিত্ব সাব্যস্ত করা হয়েছে। কর্তা ও কৃত দুইটি সত্যের অস্তিত্ব সাব্যস্ত করা হয়েছে। যে আত্মার ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্ত অর্থাৎ মুমনি বান্দা ও যিনি দ্বিধাগ্রস্ত অর্থাৎ কবজকারী দুইটি সত্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। মৃত্যুকে অপছন্দকারী তথা মুমনি বান্দা এবং ও মৃত্যুদান করাকে অপছন্দকারী তথা আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব সাব্যস্ত করা হয়েছে।

সারকথা হচ্ছে- ইততহোদয়ীদরে এই মতাদর্শ সকল বিবেকবানদের বিবেকে বকিল করে দেয়। সুতরাং তাদের বপিক্ষে আর কী প্রমাণ পেশ করার প্রয়োজন আছে। তারা যে শুব-সন্দেহ দ্বারা বপিথগামী হয়েছে, সেটি দ্বৈতবাদে বশ্বাসীদের কাছ থেকে ধারকৃত। যারা মনে করেন ঈশ্বর দুইজন- কল্যাণের ঈশ্বর ও অনষ্টিরে ঈশ্বর। কল্যাণের ঈশ্বর হচ্ছে- আলো। আর অনষ্টিরে ঈশ্বর হচ্ছে- অন্ধকার। তাদের মতে সকল অস্তিত্বশীল মূলে রয়েছে এই দুই সত্য। যখন মানুষের ওপর আলো প্রভাব বিস্তার করে তখন মানুষ আলোকিত হয়। আর যখন অন্ধকার প্রভাব বিস্তার করে তখন মানুষ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। কিন্তু ইততহোদয়ীগণ এ ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন যে, এই মতাদর্শের মূল বশ্বাসই তাদের বপিক্ষে। কারণ অন্ধকার আর আলো তো এক জনিসি নয়। অনুরূপভাবে অন্ধকার বা আলো যে সত্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে সেটোও তো আলাদা একটি সত্য। [ইমাম শাওকানী এর কাতবুল ওলি আলা হাদসিলি ওলি গ্রন্থ হতে গৃহীত, পৃষ্ঠা ৪১৯-৪২১]

আল্লাহই ভাল জানেন।